প্রিয় ভায়েরা !

মুসলমান হয়ে বাঁচতে হলে নামায জরুরী। আর নামায পড়তে হলে জামাআতে নামায জরুরী। আবার তার জন্য জরুরী একটি মসজিদের।

মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহর নিকট পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান হল মসজিদ। মসজিদ মুসলমানদের পার্লামেন্ট। মসজিদ মুসলমানদের মাদ্রাসা ও শিক্ষা-নিকেতন।

মসজিদে আল্লাহর যিক্‌র ও কুরআন তেলাঅত হয়। এই মসজিদকে আল্লাহ উন্নত করতে আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ (٣٧) سورة النـور

অর্থাৎ, আল্লাহ যে সব গৃহকে (মর্যাদায়) উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখেনা। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। *(সূরা নূর ৩৬-৩৭ আয়াত)*

মসজিদ আবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (١٨) سورة التوبة

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা আল্লাহতে ও পরকালের ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়,তারা সৎপথপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হবে। *(সূরা তাওবাহ ১৮ আয়াত)*

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মসজিদ নির্মাণ করা খুবই গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যপূর্ণ কাজ। এতে সওয়াব ও প্রতিদানও খুব বেশী। মসজিদ নির্মাণ মানে বেহেশ্‌তে নিজের ঘর নির্মাণ করা হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি পাখীর বাসার মত অথবা তার চেয়েও ছোট আকারের একটি মসজিদ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্মাণ ক'রে দেবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ নির্মাণ ক'রে দেবেন।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জা-মে'৬১২৮ নং)*

আর এ কথা বিদিত যে, মসজিদ যাকাতের টাকা দিয়ে অথবা কোন হারাম কামাইয়ের অর্থ দিয়ে হয় না। বরং পবিত্র মাল নিজ পকেট থেকে খরচ করলে তবেই তা মসজিদে লাগানো যায়।

ভাইজান! আল্লাহর ঘর নির্মাণ করতে, তথা বেহেশ্‌তে নিজের ঘর নির্মাণ করতে আমরা আপনাকে সনির্বন্ধ আবেদন জানাই। যেহেতু যে কাজ একা কারো দ্বারা সম্ভব নয়, সে কাজ পাঁচজনে সহযোগিতা করলে উদ্ধার হয়।

আসুন! মাত্র পাঁচ হাজার ক'রে টাকা দিয়ে আমরা আল্লাহর ঘর তথা নিজ নিজ বেহেশ্‌তের ঘর নির্মাণ করি। আর নিশ্চয় আল্লাহর পথে দান করলে, মাল কমে যায় না। বরং মালে আল্লাহ বর্কত দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (٣٩) سورة سبأ

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।' *(সূরা সাবা' ৩৯ আয়াত)*